দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে সরকার ও বিরোধী দলের দু'নেতা

ছাত্ররা জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবে কিনা, রাখলেও কিভাবে রাখবে– এনিয়ে সরকারী এবং বিরোধী দল একেক সময় একেক কথা বলছে। বিএনপি বিরোধী দলে থাকতে ছাত্ররাজনীতি প্রশ্নে স্পষ্ট বলেনি। আবার আওয়ামী লীগও বর্তমানে বিরোধী দলে এসে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলছে না। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। সরকারী দল ও বিরোধী দলের উচ্চ পর্যায়ের দু'নেতা এ প্রশ্নে ইনকিলাবের মুখোমুখি হলে তারা যা বলেন, তা পাশাপাশি পত্রস্থ করা হলো। এ পর্যায়ে যারা মুখোমুখি হলেন– তাদের একজন বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান। অন্যজন বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ।

বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে

......আব্দুল্লাহ আল নোমান

দেশের মানুষ বুঝে গেছেন। কারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কারা দেশের মঙ্গল চায়। কারা দেশের ক্ষতি চায়। সেই বিবেচনা থেকেই বিগত নির্বাচনে জনগণ বিগত স্বৈরশাসক আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী করেছেন চারদলীয় জোটকে। ওই নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ পাগলপ্রায়। তাই তারা ছাত্রদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্ত পরিবেশ অশান্ত করছে। দেশের ছাত্ররাজনীতি এবং সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দৈনিক ইনকিলাবকে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান এ কথাগুলো বলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, বিএনপি বাংলাদেশের মানুষের মনমর্জি, সুযোগ-সুবিধা বুঝেই তার প্রতিটি কর্মসূচী ঘোষণা করে। এটাই নিয়ম। যাদের জন্য আমরা রাজনীতি করি, যাদের কল্যাণের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করি, তাতে যদি তারা সুখীই না হবে, তাহলে রাজনীতি করে লাভ কি?

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের ছাত্রদের সম্পদে পরিণত করেছিলেন। ছাত্রদের তিনি কর্মঠ হতে শিখিয়েছিলেন। আত্মনির্ভর হওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে খাল খনন করে নদীমাতৃক বাংলাদেশকে বন্যার ভয়াবহ কবল থেকে রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের তিনি সম্পৃক্ত করেছিলেন। ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে এখন নানান কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গটি শহীদ জিয়া এবং দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে শোনা যায়নি। কারণ শহীদ জিয়া ও বেগম জিয়ার সরকার শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখেছিল। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ। লেখাপড়ার অবসরে জাতীয় কল্যাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা শহীদ জিয়া ও বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিগত বিএনপি সরকারগুলোর আমলের কথা বলছি। এখন প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কারণ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অছাত্ররা শিক্ষাঙ্গন দখল করে রেখেছিল। ছাত্ররা কোনো কথা বলতে পারেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার পরিবেশ ছিল না। ছাত্রী ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব অপকর্মই করেছে আওয়ামী লীগ সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগের ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মুজিববাদী ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল আওয়ামী নোংরা দলীয় রাজনীতির হাতে বন্দী। শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আওয়ামী দুর্নীতির বিষবাষ্প পৌঁছে গিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতিষ্ঠ করে তোলে। আওয়ামী লীগের নোংরা দলীয়করণ, আত্মীকরণ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেহাই পায়নি। যার ফলে তখন থেকে দেশে ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির মন্দ দিকগুলো শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে তোলে। এর পর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ছাত্রদের ভবিষ্যৎ। খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, আমরা তখন বিরোধী দলে ছিলাম। মহান জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিগত সরকার আমাদেরকে এ ধরনের অনেক জরুরি ইস্যু নিয়ে সংসদে কথা বলতে দেয়নি। বরং ছাত্রছাত্রীসহ নবীন-প্রবীণ রাজনীতিবিদদের তারা নির্যাতন করেছে। তারপরও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা ওই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্ররাজনীতির ঐতিহাসিক অতীত রয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিগত দিনে ছাত্ররা যে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিল তা ভুলবার নয়। কিন্তু তাদের সেই ঐতিহাসিক অর্জনকে বিসর্জন দিয়েছে বিগত সরকার। আমরা এখন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই, যে পদক্ষেপের কারণে দেশ ও দেশের কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণেও বলেছেন, বর্তমান সরকার জনগণের কল্যাণে সবকিছু করতে আগ্রহী। ছাত্র রাজনীতির প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার বিকল্প নেই। কাজেই অন্যান্য বিরোধী দলের মত প্রধান বিরোধী দলও যেনো সংসদে এসে ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গসহ সকল জাতীয় প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, আপনারা জানেন বিগত ব্যর্থ সরকার বর্তমানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করতে প্রথমে সংসদেই যোগ দেয়নি। এর পর ৯০ দিনের মধ্যে সংসদে যোগ না দিলে সদস্যপদ হারাতে হবে– এ ভয়ে তারা

সংসদে যোগ দেয় বলে বহু পত্রিকায় এ বিষয়ে কলাম লেখা হয়েছে। আমরা সেটা না ভেবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তাদের সংসদে যোগদানকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। ছাত্র রাজনীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বাজেট নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা নিয়ে বর্তমান সরকারী দল শুরু থেকেই আন্তরিকতা দেখিয়ে আসছে। কিন্তু তারা সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়েই অকারণে ওয়াক আউট করেছে। জাতীয় ইস্যুর চাইতে আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় ইস্যু সংসদে তুলে অজুহাত সৃষ্টি করে আবার সংসদ বর্জন শুরু করলো। তবে আমরা মনে করি চলতি সংসদের আগামী অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদ অধিবেশনে যোগ দেবে। এর পর আমরা সবাই মিলে ছাত্র রাজনীতিসহ আরো যে সকল সমস্যা দেশের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করবো।

খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান সাম্প্রতিককালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীহলের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ওই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকার বিষয়টির নেপথ্য কথা উদঘাটন করতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ওই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অথচ একটি মহল ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। কিন্তু বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার কাউকে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে দেবে না। সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিক্ষাঙ্গনে শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেই।

বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে

......আব্দুল হামিদ

বর্তমান সরকার ওয়াদা ভঙ্গকারী সরকার। এদের কথা আর কাজে কোনই মিল নেই। এরা বলে একরকম করে অন্য রকম। শুধু ছাত্রছাত্রী কেন কেউ-ই বর্তমান সরকারের কাছে নিরাপদ নয়। সারাদেশে ভয়াবহ বন্যা চলছে। সেখানেও মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা নেই। বন্যার্তদের প্রতি সরকারের দয়ামায়া নেই। আর এইতো ক'দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীহলে যে নির্যাতন চালানো হল তা বাংলাদেশের

ইতিহাসে আর হয়নি। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পুলিশের হাতে যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাকে কোন সভ্য জাতি সমর্থন করতে পারে না। একথাগুলো বলেন বিরোধীদলীয় উপনেতা, সাবেক স্পীকার এডভোকেট আব্দুল হামিদ। দৈনিক ইনকিলাবের ছাত্র রাজনীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ আরো বলেন, আমরা সংসদে যোগ দিয়েছিলাম ছাত্র রাজনীতিসহ সকল জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু দেশবাসী দেখেছেন, সরকার বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কত নির্মম আচরণ করেছে। সংসদে তারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে মাইক বন্ধ করে দেয়। ভারপ্রাপ্ত স্পীকার ইতোমধ্যে তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। তিনি আওয়ামী লীগের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক চর্চার দল। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই আওয়ামী লীগ সংসদে যোগ দিয়েছিল। পরিবেশ থাকলে আগামী অধিবেশনেও আমরা যোগ দেব। তিনি বলেন, গত বাজেট অধিবেশনের শেষের দিকে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য সংসদে জমা দিয়েছিলাম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য যেই না আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ঠিক তখনই একটি মিথ্যা মামলার বেল ক্যানসেল করে আমাদের দলের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব শরীয়তপুর-২ থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) শওকত আলীকে কারাগারে পাঠানো হয়। তিনি বলেন, আপনিই বলুন, এমন নৈরাজ্যকর অবস্থায় কি সংসদে যোগ দেয়া যায়? এরপরও আমরা সরকারের কাছে দাবী তুলেছি। আমরা সংসদে যাব। মাননীয় সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) শওকত আলীকে মুক্তি দিন। কিন্তু না, সরকার এ বিষয়ে টুঁশব্দটিও করল না। আমরা এখনো আশা করছি, দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে। ফলে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগও জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে যোগ দিয়ে ছাত্র রাজনীতির বিষয়সহ প্রতিটি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেবে।

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে অনেক কিছু করেছিল। তখন দেশে শিক্ষার পরিবেশ ছিল। বিএনপির অঙ্গ দল-ছাত্র দল তখনো শিক্ষাঙ্গনকে উত্তপ্ত করতে চেয়েছিল, এখনো করছে। তখন কিন্তু আমাদের সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা শিক্ষাঙ্গনে কোন অপকর্ম ঘটাতে পারেনি। এখন যে সরকার রয়েছে এদের দোসররাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাচ্ছে। আর তাদের অপকর্মের ফলাফল প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার আন্তরিকতা দেখালে আমরা অবশ্যই দেশের স্বার্থে প্রতিটি সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যাব। কিন্তু সরকার যেভাবে বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, সমর্থকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে তাতে মনে হয়, তারা আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যই এসব করছে। তিনি বলেন, ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। এদের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন মনোযোগী হতে হবে– তেমনি জাতির উন্নয়নেও ভূমিকা রাখার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তৈরী করতে হবে। বর্তমানে সরকার নানাভাবে যে কথাগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করছে এ বিষয়গুলোর সমাধানে তো আমাদের সরকারই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল। তখন তো তৎকালীন বিরোধী দল বর্তমানের সরকারী দল বিএনপি বা চারদলীয় জোট আমাদের সরকারকে সহযোগিতা করেনি বরং আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে আমাদের ছাত্রদলই যথেষ্ট এমন দম্ভোক্তি তারা করেছিল। জনগণ ভুলে যায়নি– আমাদের নেত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্র রাজনীতিবিষয়ক উত্থাপিত সমস্যার সমাধানে বিরোধী দলের সহযোগিতা চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার তা পায়নি। তার পরও আমরা যেহেতু দেশ ও দেশের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি– সেহেতু যে কোন বিষয়েই আলোচনা করতে চাই। কিন্তু সরকারকে এক্ষেত্রে আন্তরিকতা দেখাতে হবে বেশী। একদিকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো অন্যদিকে সারাদেশে আওয়ামী লীগের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানোর ঘটনা মোটেও গণতান্ত্রিক নয়। সরকারের কাছে আমাদের বেশী কিছু চাওয়ার নেই। আমরা চাই, সারাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকুক। খেটে খাওয়া মানুষগুলো পেট ভরে ভাত খাক। এতেই আমরা খুশী। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। আমরাও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছি। বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে বলেন, এই ঘটনা খুবই আতঙ্কের। তাই এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং নির্যাতিত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে যারা মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছে তাদের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

-মোহাম্মদ প্রত্যয় চৌধুরী